বি ই কলেজ ১৯৮২ | ই-ম্যাগাজিন সংখ্যা-১ | জুন ২০২১

Curation | Khairul Basar | Shaktimoy Goswami | Subhamay Ghoshal | Kausik Sengupta

নির্মাণ | খাইরুল বাসার | শক্তিময় গোস্বামী | শুভময় ঘোষাল | কৌশিক সেনগুপ্ত

পাতায় পাতায় | On Other Pages

না বলা কথা	Unspoken Words		৩
কবিতা	ত্রাণ	অমিত মুখোপাধ্যায়	৪
কবিতা	ক্যালিফোর্নিয়া মায়া	সন্দীপ কুমার ঘোষ	৬
অ্যালবাম	অ্যালবাম -১	রানা বোস	৮
অন্য লেখা	অবসরের অনুভূতি	বরুণদেব লাহিড়ী	৯
অ্যালবাম	অ্যালবাম - ২	শুভাশিস বরাট	১৪
অন্য লেখা	এবার সব্যসাচী	সব্যসাচী মণ্ডল	১৫
অ্যালবাম	অ্যালবাম -৩	শেখ জীশান বাসার	২৪
অন্য লেখা	আসলি মর্দ	অরণি মুখোপাধ্যায়	২৫
অ্যালবাম	অ্যালবাম - ৪	সুশান্ত ঘোষ	৩৪
সবিনয় নিবেদন	Trivia		৩৫
নজরটান	Highlights		৩৯

বি ই কলেজ ১৯৮২ | ই-ম্যাগাজিন সংখ্যা-১ | জুন ২০২১

B E College 1982| E-Magazine Issue-1 | June 2021

প্রথম পাতার ছবির সূত্র উইকিমিডিয়া কমন্স

না বলা কথা | Unspoken Words

পুরো ব্যাপারটাই ঘটছিল হোয়াটসঅ্যাপে । এঁড়ে তক্ক, তেড়ে তক্ক - হঠাৎই হয়ে যাচ্ছিল পুরোদস্তুর লেখা। মুহূর্তকে কবিতায় ধরছিল কেউ। শ্রাবণের বিকেলে কেউ মোবাইলে বন্দী করছিল সূর্য ডোবার পালা ।

কে জানে কার মাথায় এলো, আরেকটু গুছিয়ে, আরেকটু স্থায়ীভাবে, সব ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা জ্বালিয়ে দিয়ে একটা পত্রিকা হোক।

তাই এই শুরু ।দেখা যাক কোথাকার জল, কোথায় গড়ায়।

Lot of things were happening over WhatsApp. All skirmishes were suddenly metamorphosing into quality essays, qualified to be read again. Moments were sculpted into poems. Rain-soaked afternoons were being captured for eternity on mobile phones.

Then someone dropped the idea - why not all this transcend into something permanent, to sit back and read.

That’s why this start has been given. Nothing less, nothing more.

কবিতা সমগ্র

ত্রাণ | অমিত মুখোপাধ্যায়

বুকভাঙা জলের মধ্যে দুহাত তুলে বাঁচতে চাইছে

বানভাসি কবিতা।

আনন্দ আর সাহচর্যের রজ্জু দিয়ে

ওকে টেনে আনুন বাঁধের কিনারে।

কোনো কবিতার ঘরের চাল গেছে উড়ে

কোনো কবিতার মাটির দেওয়াল মাটিতে মিশেছে

উদভ্রান্ত কবিতামায়ের কোলে কাঁদছে কবিতাশিশুরা

ঘরছাড়া কবিতারা বাঁচতে চাইছে

ফাটলধরা এই মাটির বাঁধে দাঁড়িয়েই।

ছন্দ মাত্রা শব্দবন্ধের লালিমা ভুলে

সাইক্লোনে ভূমিসাৎ শহীদ সবুজ ঠেলে

ওদের পাশে পৌঁছে যান।

ঘরছাড়া কবিতার মাথায় দিন ত্রিপল

অভুক্ত কবিতার স্তবকে রাখুন শুকনো খাবার...

বিস্কুট, গুঁড়ো দুধ, চাল,ডাল, মুড়ি...

আগামী কবিতার রসদ।

তেষ্টায় মৃতপ্রায় কবিতার জন্য পানীয় জল হোক নিশ্চিত।

সহস্র কবিতার শতছিন্ন সিক্ত শরীর ঢেকে দিক নতুন পোশাক।

কবিতার লোভে বহুদিন

কবিতার থেকে দূরে সরে আছি

কবিতার চিবুকে নামা অশ্রু মুছিয়ে এবার

এক কলম হাসি লেখার চেষ্টা করি।

কবিতারা ডাকছে ওদের ঘর গড়ে দিতে

আসুন, আমরা এবার কবিতার ঘরামী হই।

মেটালার্জি । স্ত্রী বিশাখা, পুত্র অরণি। হাওড়া বাজেশিবপুর বাসী। মাঝেসাঝে শিল্পক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের পরামর্শদাতা। অবসর লিটল ম্যাগাজিন চর্চা ও সাহিত্যে/কবিতায় নিবেদিত। প্রকাশিত কবিতা বই এর সংখ্যা সাত।

কবিতা সমগ্র

ক্যালিফোর্নিয়া মায়া | সন্দীপ কুমার ঘোষ

আমার ক্যালিফোর্নিয়া সুসজ্জিত চেরি, বেরি,
আনারকলি,
পাহাড়ের গায়ে ঘন হয়ে থাকা নিলি লিলি,
নরম রোদে গা ডুবিয়ে সোনালি দিনগুলি
আলো আঁধারের লুকোচুরি রুপালি ঝিলিমিলি
সান্তা মনিকার পিয়ারে তুই কি মৎস্যকন্যা হলি।

নোবেল পার্কের শান্ত নিরালা কোন
মেঘের ভেলায় ভাসমান হলুদ প্রজাপতি মন,
হাওয়াতে জেগে ওঠা পাম ট্রি র শিরশিরানি
আচম্বিতে উড়ে আসা ফোয়ারা জলের ফিসফিসানি
কাঠবেড়ালির রাজত্বে মায়াজাল ছড়ালো কোন জন।

আলতো গোলাপের সমুদ্র সকাল
মীরামার থেকে ছুটে আসা এক ঝাঁক সী গাল,
সাদা কালো থেকে রঙিন হওয়ার দিন

মোহিতো, লাইম আর জিনের সিন

নেশা লাগানো মাঝ দরিয়ায় সে কোন স্পীড বোটের

ধামাল।

প্রশান্ত সাগর পারের তারা বিহীন রাত

লক্ষ্য বালুকনার মিটিমিটি জোনাকি সাথ,

সানসেট ক্লিফ এর সূর্যাস্তের রক্তিম আভা

অনাদিকালের যুগল প্রেমের লাভা

বাতাসের উল্লাস, দুরন্ত ঢেউ, দুজনার হাতে হাত।

কুয়াশার ঘেরাটোপে রহস্যময়ী বৈশাখী দিন

শীতল স্রোতে গা ভাসায় সী লায়ন এর জিন,

পয়েন্ট লোমার লাইটহাউস ছুঁয়ে যায় এক দীর্ঘতর ছায়া

নিঃশব্দে চুম্বনরত নেভি পীয়ারের জলদেবীর কায়া

তুমি কত বেশে, নিলে বাহুপাশে, ক্যালিফোর্নিয়া মায়া।

মেকানিক্যাল। দিল্লী, কালকাজি বাসী । পুত্র ক্যালিফোর্ণিয়ায় কর্মরত, পুত্রবধূ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কর্মজীবনে অটোমোবাইল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। টেক্সট্রন ইণ্ডিয়া থেকে অবসরপ্রাপ্তঁ।

অ্যালবাম -১ | রানা বোস

Fishermen of South Sudan at white Nile on the border of Uganda and South Sudan
Photographed on May 2015 with Nikon D90 with Nikor telezoom

অবসরের অনুভূতি | বরুণদেব লাহিড়ী

চাকরি জীবনের শুরু থেকেই এই বিশেষ অধ্যায়টির সঙ্গে আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। পোশাকি ইংরেজী নাম রিটায়ারমেন্ট। এখন ধীরে ধীরে আমরা বন্ধুরা প্রায় সবাই আজ অবসর নিয়েছি। কিন্তু সেটা ঠিক কী বস্তু তা ছোটবেলায় বোঝার ক্ষমতা ছিল না। লোকে বলত, বেচারা অমুক বাবুর তো রিটায়ারমেন্টের পর শরীরটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। অথবা উনি তো রিটায়ার করে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, কই আগে তো এত রোশনাই দেখি নি।

চাকরী জীবনে প্রবেশ করার পর একদিন এক বন্ধু এসে বলল, আর ঠিক ৩৮ বছর বাদে আমরা রিটায়ার করব। তার মানে কি বুঝে ওঠার আগেই আর একজন বলল, "ছাড় তো, তখন আমাদের PF কত হবে জানিস? আমি হিসাব করে দেখেছি, প্রায় ২৫ লাখ"। আমি বললাম তাহলে ভয় কি, সে তো অনেক টাকা। এই ১০০০ টাকা মাইনের থেকে সে তো অনেক ভাল।

তবে অত বছর চাকরী করতেই হবে, না আগেও কিছু করা যায়?

পরবর্তী কালে দেখেছি , কারো রিটায়ারমেন্ট মানে ছিল চাঁদা তোলা, গিফট কেনা, একটা ছোট অনুষ্ঠান। যেখানে সবাই এমন কি অতি বড় শত্রুও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর ছিল সেই উপলক্ষে কিছু খাওয়া দাওয়া।

একজন মানুষ অবসর গ্রহন করলে বিদায়ী ভাষনেই প্রথম বুঝতে পারতেন তার কি কি বিশেষ গুণ ছিল এবং সংস্হার উন্নতিতে উনি কি বিপুল অবদান রেখেছেন। অনেককে তো বসের মুখে বিদায়ী ভাষণে নিজের নানা গুণের কথা শুনে বেশ চমকিয়ে উঠতেও দেখেছি। মনে হত দুদিন আগে কেন বললে না বাপু?

এভাবে দিন চলছিল ভালই, হঠাৎ দেখি আমিও বাউন্ডারী সীমানার কাছাকাছি। তাই মন দিয়ে অনুষ্ঠানগুলো লক্ষ্য করতাম। পরে শেষের বছরগুলোতে সিনিয়ারিটির বলে আমার ডিপার্টমেন্টে আমিই মধ্যমণি। আমাকেই বেশী বলতে হবে। যতই এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দিই, বল ঘুরে আবার আমার কোর্টে। আপনি কিছু বলুন স্যার। কিন্তু তাদের জীবনের

বেশীরভাগ সময়ে, আমি ছিলামই না, তাও আমাকে বলতেই হবে। অন্যের কাছ থেকে জেনে বলাই যায়, কিন্তু সে তো রিপোর্টিং হল। অনেকে দেখেছি ঐ দিনে কেঁদেই ফেলেছে। এত বছর কাজ করার পর, হয়ত সেটা খুব অস্বাভাবিকও না। অবশ্য আমি গভীর করোনাকালে অবসর নেওয়াতে মৃত্যুভয়ে পালিয়ে বেঁচেছি। আমার ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানগুলোর পুরোটাই ছিল ভার্চুয়াল।

পরে বুঝেছি, কর্মজীবনে অনেক ব্যাস্ততার জন্যে অনেকেই হয়ত সব সাধ, আল্হাদ জমিয়ে রাখে। অবসরের পর যখন সময় ও অর্থ দুটোই থাকে , তখন কেউ হয়ত পরিবার নিয়ে কোন স্বপ্নের গন্তব্যে ভ্রমণ করতে চায়, আবার কেউ হয়তো স্বপ্নের একটা আপন শান্তির নীড় গড়ে। তার বীজ হয়তো বপন হয়েছে অনেক আগেই। আবার যারা জীবনের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে পারে নি, ছেলের চাকরী বা মেয়ের বিয়ে, বা অন্য কোন দায় দায়িত্ব বাকি, নিশ্চিত রোজগার গেলে তাদের দুঃশ্চিন্তা খুব অস্বাভাবিক নয়।

অবসরের প্রথম সকালে, ঘুম ভেঙে অভ্যেস মতো চিন্তা করতে লাগলাম, আজ সারাদিনে কি কি করার আছে। কটা ঝাড়ের মিটিং সামলাতে হবে, বিকালে কোন পার্টি , বা দিনে কাদের সঙ্গে দেখা করার কথা। কিছুই মনে করতে পারছিনা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিছুই তো নেই! সম্পূর্ণ মুক্ত! যা কাজ পড়ে আছে, সে তো নিজের। আজ করলেও হয়, আবার দুদিন বাদে করলেও হয়। দাড়ি আজ কাটলেও হয় না কাটলেও হয়। সব চিন্তাভাবনা গিয়ে জড়ো হল খাবার টেবিলে। বউ বলল, কাজ কর্ম তো কমেই যাচ্ছে, শুধু খাওয়া দাওয়াতে মন না দিয়ে, একটু হাঁটাহাঁটিও তো করতে পার। কথা তো সত্যি। তাই হাঁটার জুতো হল, প্যান্ট হল, শীতের আগে টুপিও হল। কিন্তু ঐ একই সমস্যা। আজ হাঁটলেও হয়, আবার কাল হাঁটলেও হয়। তাই ভাবি কালই যাব।

রাত্রিবেলা ঘুম আসে না। অথচ দিনের মধ্যে যখন তখন ঘুম এসে যায়। ঘুমও বুঝে গেছে, এ শালার কোন কাজ নেই। একসময় এলেই হল।

শুরু হল পড়াশুনা। মন্দ লাগল না। বেশ কয়েকদিন ভালই চলল। তারপর চোখ, পিঠ, মাথা সবাই মিলে বিদ্রোহ। বলল এত তাড়াহুড়ো কিসের? তুমি কি কাল পরীক্ষা দেবে না প্রেজেন্টেশন দেবে? যত বোঝাই, পড়াশুনা তো এতদিন করতাম। কই অসুবিধে তো কিছু হয়নি। আজ তবে কি হল? তারা বলে সে টেবিল, চেয়ার অন্যরকম ছিল, ওসব বাড়ীতে পাবে কোথায়? এইরকম হেলে দুলে বেশীক্ষন পড়া হবে না। আবার বুঝলাম বেশ খরচা আছে।

গান শুনব ভাবলাম। কিন্তু প্রেম পর্ব ও পূজা পর্ব দুরকম গানেই কেঁদে ভাসাই। পূজা পর্বের গানে ঈশ্বরপ্রেমে। আর প্রেম পর্বে জাগে অনুশোচনা। জীবনের দূর্লভ যৌবনকাল বৃথা অপচয় করার জন্য।

সবে তো মাত্র ৮ মাস! অবসর কাটানোর কোন সঠিক উপায় আমি ঠিক খুঁজে নেব। তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই। আজ নয়তো কাল।

সিভিল । স্ত্রী শর্নিষ্ঠা, পুত্র আনন্দরূপ। কলকাতাবাসী। লারসেন এ্যান্ড টুবরো, কলকাতা থেকে অবসর অক্টোবর ২০২০ ।

অ্যালবাম -২ | শুভাশিস বরাট

Tip of the Taj: The tip of famous and familiar Taj Mahal generally goes unnoticed. Being seen through a telephoto lens it poses an astounding view.

ইলেকট্রিকাল। সেল, ইসকো বার্ণপুর থেকে DGM(I/C) Computer and Information Technology হিসেবে অবসর, সেপ্টেম্বর ২০২০। স্ত্রী, আসানসোলের জুনিয়র স্কুলের প্রধান । আসানসোলের বাসিন্দা। কন্যা মাইক্রোবায়োলজির

এবার সব্যসাচী | সব্যসাচী মণ্ডল

উলঙ্গ!

শব্দটা মনে আসতেই কেমন যেন একটা অপরাধবোধে মনটা ক্ষণিকের জন্য ভারি হয়ে উঠল।যেন ঐ শব্দটা ঐ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাকে কটাক্ষ করবার জন্যই যথেষ্ট। কিন্তু সে তো তা চাইনি। তার মানসিকতাও কোনদিন সেরকম ছিল না।

বরঞ্চ সে ভাবত সবার অর্থনৈতিক অবস্থা তো সারা পৃথিবীতে কোনদিন এক ছিল না থাকবেও না।আর এটুকু ভাবার জন্য অর্থনীতির ছাত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই।বস্ত্রহীন ভাবাটা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত শোভনীয় ছিল।

কতই বা বয়স হবে সাড়ে তিন চার।হাতের কাঁচের চুড়ি তার লিঙ্গের প্রকার প্রকাশ করে, নিজের অজান্তেই। হাত তুলে হাত নাড়িয়ে চলমান পথিককে বিদায় জানানোর সময় রঙীন চুড়িগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

হয়ত হাত নাড়াটা অন্য কাউকে দেখে এই শিশু রপ্ত করেছে। মায়ের সঙ্গে এসেছে মাঠে। মা নিজের মনে কাজ করে চলেছে ক্ষেতে। শিশুটি পাটের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে, অপেক্ষা মায়ের কাজ শেষ হওয়ার।আর কতক্ষণই বা তারপর বাড়ী ফেরার পালা।

ঐ পাট গাছগুলোই যেন মেয়েটির আব্রু রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে, একেবারে বুক পর্যন্ত উঁচু, যেন মুখের কাছে কানের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে -- শুধু এখন নয় আমরা তোমার যৌবনেও তোমার আব্রু রক্ষার দায়িত্ব নিলাম। এদের শৈশব কাটে প্রকৃতির কোলে। প্রকৃতির সঙ্গে এদের নিবিড় সম্পর্ক।

কখনো কখনো দমকা হাওয়া গাছগুলোকে সরিয়ে দিয়ে তাকে বেআব্রু করার চেষ্টা করছে। কিন্তু না, পিছনের থেকে অন্য গাছ এসে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করছে।

হাওয়াটা কখনও কখনও বেশ একটু জোরেই বইছে, যেন বর্ষার আগাম বার্তা বহন করে আনছে। দেরি আছে, আরো বেশ কিছুদিন দেরি আছে বর্ষা আসতে। তবে কখনো কখনো যে জোরে বৃষ্টি হয় না তা নয়।

হয়। আর তখনই নালা, ডোবাগুলো ভরে উঠে ক্ষণস্থায়ীভাবে। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত জল ভূগর্ভে আত্মগোপন করে। নদীতে বন্যা আসার মত বৃষ্টি এখনও হয় নি। আর হয়ত এই নদীতে সেই রকম বন্যা কোনদিনই হবে না। কৃত্রিমতা যে প্রকৃতির স্বাভাবিক সাবলীল বিচরণকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। উপরে বাঁধ বাঁধা হয়েছে, শিল্পায়ন।

না হলে এই দামোদরের রুদ্ররূপ বছরের কিছুদিন হলেও দেখা যেত।আর হয়ত কোনদিনই দেখা যাবে না।

ক্ষতি যে হত না তা অবশ্যই নয়।শস্যহানি, প্রাণহানি সবই হোত। তবুও নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিয়েও যেত অনেক।একটু সাবধানে থাকলে পাওয়ার পরিমাণ ঢের বেশী।আর তাইতো বেশীরভাগ মানবসভ্যতার বিকাশ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে। এইসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে পরিমল আর আনন্দ, দ্বিচক্রযানে উদ্দেশ্যহীনভাবে। না পুরো উদ্দেশ্যহীন বলা যাবে না। সময় কাটানো আর তার চেয়েও বড় কথা অবসর জীবনে শৈশবের ফেলে যাওয়া প্রকৃতির অবশিষ্ট

স্বাদটুকু আকণ্ঠ পান করা। উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে চলা যে দিকে দুচোখ যায়। কোনদিন পায়ে হেঁটে কোনদিন দ্বিচক্রযানে। শৈশব দুজনেরই কেটেছে একই গ্রামে,একই প্রাকৃতিক পরিবেশে।তাই বেশ অনেকটা সুবিধা হয়।

সবসময় যে কথা বলতে বলতেই এগিয়ে যায় তা নয় অনেক সময় চুপচাপ দুজনেই নিজের নিজের মত ভাবতে ভাবতে চলে, অনেকক্ষণ।

আবার হয়ত বিশেষ কোন জিনিস দৃষ্টিগোচর হলে একই সঙ্গে দুজনের সম্বিত ফিরে আসে। আবার কথাবার্তা শুরু হয়। সাংসারিক আলোচনাও বাদ যায় না।

সেদিনও তাই ঘটেছিল।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে।

দামোদরের তীর ধরে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিকেই। আজ যখন যাত্রা শুরু করেছিল তখন সূর্যদেব নিজের বর্ণ পরিবর্তন করে স্মিত রক্তিম আভায় আকাশের বুকে ভেসে থাকা মেঘকে লজ্জায় রাঙিয়ে দিয়ে বিদায়

নিয়েছে।আর একটু। তারপরেই নেমে আসবে ঘন অন্ধকার।কৃষ্ণপক্ষ।

ঠিক সন্ধ্যার এই প্রাক্কালে এদের দেখা পাওয়া যায়। আজ প্রথম নয়।আগেও দেখেছে।

এক জোড়া।

চোর চোর পাক্কা চোর।

রাস্তার ডানদিক থেকে বামদিকে যাচ্ছে।একে স্থানীয় ভাষায় বামশিয়ালী করা বলে। সৌভাগ্যের প্রতীক।

যামঘোষ। সময় হয়েছে খাবারের সন্ধানে বের হওয়ার। লোকের হাঁস,মুরগী চুরি করে খাবে।

নজরে আসতেই পরিমল বলে উঠে --

"ঐ দেখ, ঐ দেখ।"

তারপর আর একটা, তারপর আরো একটা।দলবদ্ধ হবে। আর একসাথে হুক্কা হুয়া ডাক ছাড়বে।

উদ্দেশ্য সবাইকে সাবধান করা না দলবদ্ধ হওয়া না নিকটবর্তী গ্রামের সারমেয়দের বিরক্ত করা তা বলা মুশকিল।কারণ এদের ডাক শুনতে পেলেই শুরু হয়

ঘেউ ঘেউ আওয়াজ।দূর থেকে তীব্র আস্ফালন।

নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

বিশেষ কোন নতুনত্ব নেই।

ঠিক পরিমল আর আনন্দের সান্ধ্য ভ্রমণের মত।

পরিমল এগিয়ে চলে সঙ্গে আনন্দ। বেশীরভাগ সময় পরিমলই ঠিক করে কোনদিকে আগাবে।আনন্দ প্রতিবাদ করে না বরং প্রচ্ছন্ন সম্মতি থাকে।

'এদিকে কিন্তু আর বেশি গ্রাম নাই' --

আনন্দ সাবধান বাণী নয় বাস্তব পরিস্থিতি পরিমলকে বলে দেয়।

হঠাৎ পরিমলের মনে পড়ে একটা কাজ ছিল।

বলল -- 'কি রে আনন্দ যাবি?'

গন্তব্যস্থলের উল্লেখ না করেই।

অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে আরো তীব্রভাবে।দূরের ওগুলো কি? পাহাড়! কিন্তু এখানে পাহাড় আসবে কোত্থেকে? এ তো সমতল ভুমি।

নদীর ওপারের ক্ষীণ বৈদ্যুতিক আলোয় দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে না তো।

কিন্তু ওগুলো যে পাহাড়ের মতই উঁচু দেখাচ্ছে। হ্যাঁ ওগুলো বালির পাহাড়।

মানুষের প্রয়োজনের তাগিদের ফসল। বর্ষার আগেই বালি এককাট্টা করে রেখেছে।

পরিমল এগিয়ে চলে বিস্তীর্ণ নদীর চরে, সঙ্গে আনন্দ। কথাবার্তাহীন।

কখনো কখনো যে সরীসৃপের দেখা পাওয়া যায় তা বলাই বাহুল্য।তবে তারা বিষাক্ত না নির্বিষ বলা মুশকিল।

বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। অনেক দুরের মন্দির থেকে ভেসে আসছে কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ, মহিলাদের উলুধ্বনি আর মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ, শিয়ালের আওয়াজ, কুকুরের ডাক, ঝিঁ ঝিঁর ডাক, কাশবনের জোনাকি পোকার আলো রাতের অন্ধকারে মিলে মিশে যেন এক হয়ে গেছে।

পরিমল আরো এগিয়ে চলে। আস্তে আস্তে সমস্ত আওয়াজ বিলীন হয়ে যায়। এই গাঢ় অন্ধকারে দ্বিচক্রযানের সহিস এই দুটি প্রাণী।

এগিয়ে চলে। দূরের অনেক দূরের একটা ক্ষীণ আলো দেখে মনে আশার সঞ্চার হয়।

এগিয়ে যায়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে তারারা কখন মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে টের পায়নি।ঘোর অন্ধকার। বালির মধ্যে দ্বিচক্রযানের চাকা একই স্থানে ঘুরতে থাকে যেন জেদী শিশুর মত বায়না ধরেছে আর নয় আজ আর নয়। এবার রেহাই দাও। আসলে রাস্তা বলে কিছু নেই।

মাঝে মাঝে কাশবন।বাস। এখানে ভ্রমনের সাথী দ্বিচক্রযানকে ছেড়ে গেলে সকাল না হওয়া পর্যন্ত তার বিরহেই কাটাতে হবে। এতক্ষণ দুজনেই ঠিক ঠাহর করেনি কখন আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে। বাতাসের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। বিদ্যুতের ঝলকানি বাড়ছে।

এই সময় শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।আর যদি হয় তাহলে অবস্থাটা হবে অকল্পনীয়।

এল মুষল ধারে বৃষ্টি। বুঝতে পারলাম আজ কাজ আর হওয়ার আশা কম।

বহুকষ্টে দুজনের চেষ্টায় পুরাতন সাথী যন্ত্রচালিত দ্বিচক্রযানের মান ভঞ্জন করে কাক ভেজা হয়ে এই দুটি প্রাণী বাড়ি ফিরল অনেক রাতে। নতুন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

মেকানিক্যাল। শৈশব কেটেছে গ্রাম্য পরিবেশে। শিক্ষা ও জীবিকার তাগিদে শহর থেকে শহরে, দেশ থেকে বিদেশে। পাঁচতারা হোটেলে ও গ্রামের মানুষের কুঁড়েঘরে সমান স্বাচ্ছন্দে থাকতে অভ্যস্ত।মেঠো রাস্তা আর মহানগরীর রাজপথে, উড়োজাহাজ,মেট্রোরেল আর গোশকটে অবাধ যাতায়াত।

অ্যালবাম -৩ | শেখ জীশান বাসার

Nandi Hills, Bangalore.

Shot on Canon 1100D with 18-55mm lens

শেখ খায়রুল বাসার (ইলেকট্রিক্যাল) এর পুত্র। ২০২০ তে Manipal Institute of Technology. থেকে Electrical and Electronics Engineering , এর স্নাতক। বর্তমান বাসস্থান ভিলাই। :২০১৫ থেকে ফোটোগ্রাফির শখ।

আসলি মর্দ | অরণি মুখোপাধ্যায়

দামিনী সিনেমাটা মনে আছে? ৯০ এর দশকের শুরুতে সিনেমাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত সামাজিক বার্তা আর অবশ্যই কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের জন্য। সানি দেওল এর "ঢাই কিলো কা হাথ" বা আদালতে "তারিখ পে তারিখ" সর্বজনবিদিত হলেও আরো বেশ কিছু সংলাপ এখনো দর্শক মনে স্বমহিমায় বিরাজমান।

এমনি এক দৃশ্যে সানি দেওল এক ভ্রষ্ট পুলিশ অফিসারকে বলছেন, "তু কাভী চিড়িয়াঘর গয় হে? ওয়াহা পিঞ্জরে পে বান্ধ শের পে ভি বাচ্চে মুমফলিয়া ফেক কে মারতে হে। উও আউর বাত হে। ময়দান পে খুলে শের কা সামনা কারোগে তো তুমহারে মর্দ হোনে কি গলাতফেহমি দূর হো জায়গী।"

মর্দ শব্দটা আমরা কারণে অকারণে অনেক জায়গাতেই অনেক প্রেক্ষিতে ব্যবহার করে থাকি। এখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বা ফেমিনিসম এর পরিপ্রেক্ষিতে না ভেবে যদি এক সম্পূর্ন মানব সভ্যতার আঙ্গিকে

ছবি: অরণি মুখোপাধ্যায়

ভেবে দেখি, তাহলেও তো বেশির ভাগ মানুষই, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, অন্য প্রাণীকুলের থেকে বেশি উন্নত ভাবায় নিজেকে সেই মর্দ হিসেবেই মনে করে। তাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে সেই দম্ভ আর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায়। এখানে তর্ক বিতর্কের জায়গা প্রচুর। কিন্তু এটুকু অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর বুকে উন্নততম প্রাণীর দরজা পাওয়া এই মানব সভ্যতা যদি অন্য প্রাণীকুলের দেখভাল সঠিক ভাবে না করতে পারে, তাদের যথাযথ সম্মান, সহানুভূতি আর পৃথিবীর বুকে প্রাপ্য জায়গাটুকু না দিতে পারে তাহলে তাদের ও সেই 'মর্দ' হওয়ার যোগ্যতা টা থাকে না। কারণ 'আসলি মর্দ' এর

উপাধিটা জন্মসূত্রে বা বংশপরম্পরায় আসে না, সেটা

ছবি: অরণি মুখোপাধ্যায়

অর্জন করে নিতে হয় নারী পুরুষ নির্বিশেষে।

১ ঘণ্টা হতে চললো ছোটা ভীম আমাদের সামনে বসে শুয়ে অলস বিকেল যাপন করে চলেছে। ছোটা ভীম, বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানের সম্রাট, এই জঙ্গলের রাজা, এক দশ বছর পূর্ণ হতে চলা ২৪০ কিলো ওজনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার। আমাদের সামনে ঠিক ১৪-১৫ মিটার দূরত্বে বসে আছে "ময়দান পে খুলে শের"! তার মনে গত রাত্রের সম্বার ভোজনের তৃপ্তি, তার চোখে এক বিষণ্ন উদাসীনতা, তার ভাবনায় জঙ্গল পুড়ে যাওয়ার দুঃখ আর তার দৃষ্টিতে হয়তো বা সামনের

সাফারি জিপে বসে থাকা কতগুলো সভ্য মানব সমাজের প্রতিনিধিদের দর্শন দেওয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা। কিন্তু তাও, সে কর্তব্যে অনড়।

ক্ষনিকের বিস্ময়, এক অদ্ভুত ভালোলাগা, এক অব্যক্ত ভালোবাসা, এক শিহরণ জাগানো রোমাঞ্চ আর তার সাথেই হালকা হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করা ভয়। এই ভয়টা দরকার। এই ভয়টা থেকেই উৎপত্তি হয় সম্ভ্রমের, সম্মানের, সহানুভূতিশীলতার। সাফারি জিপ আর ছোটা ভীমের মাঝের ১৪-১৫ মিটারের এই দূরত্ব টা অতিক্রম করতে ওর খুব বেশি হলে লাগবে ৩-৪ সেকেন্ড। আর সেটা ও করতে চাইলে কারোরই কিছু করার থাকবেনা আর 'মর্দ' হওয়ার সেই ' গলতফেহমি' টা মুহূর্তে দুর হয়ে যাবে। কিন্তু পার্থক্যটা এখানেই। এক তথাকথিত ভদ্র মানব সভ্যতার সাথে এক জনমুখে প্রখ্যাত বা কুখ্যাত হিংস্র এই প্রাণীটির আচার আচরণে পার্থক্যটা এখানেই।

ওর মধ্যে অকারণে জেগে ওঠা জিঘাংসা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতার কোনো মানসিকতা নেই। আর ক্ষণে ক্ষণে কারো পাকা ধানে মই দেওয়ার চিন্তা তো

ছবি: অরণি মুখোপাধ্যায়

নেইই। ও হয়তো জানে যে ওর পিতামহ প্রপিতামহকে আমাদের পূর্বজ রাজা জমিদাররা খেলার ছলে শিকার করেছে আর এখনো চোরাগোপ্তা শিকারীরা ওর সমগোত্রীয়দের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মেরে চলেছে কতিপয় আর্থিক লাভের আশায়। ও হয়তো এও জানে সভ্যতার প্রসারের আড়ালে ওর বাসস্থান দিনের পর দিন সংকুচিত হয়ে আসছে যার ফলে বাধ্য হয়ে গ্রামের মধ্যে ওর পরিবার পরিজন কে যেতে হচ্ছে খাদ্যের আশায় আর বরণ করতে হচ্ছে বিষাক্ত বা অপঘাত মৃত্যু। ও নিজে চোখের সামনে দেখছে যে ওর সাম্রাজ্য জ্বলছে যার পেছনে রয়েছে এমনি সভ্য সমাজের কিছু প্রতিনিধি। ও সব দেখছে, সব জানছে, সব বুঝছে। কিন্তু তাও নিজের রাজ ধর্ম ত্যাগ করছে না। কোনো

বাহ্যিক প্ররোচনা ছাড়া কারো ক্ষতি করছে না। আর এখানেই বছরের পর বছর ছোটা ভীমেরা জিতে আসছে আর এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। 'আসলি মর্দ' এর উপাধি হয়তো এভাবেই অর্জন করতে হয়।

চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখে, তাদের প্রতি অঙ্গভঙ্গি করে, ইট পাথর ছুড়ে মজা পেয়ে নিজের সপ্তাহান্তের ফুর্তির বন্দোবস্ত করে সভ্য সমাজের জয়গান করতে অভ্যস্ত মানব সভ্যতার প্রতিনিধিদের তাই বলবো একটু আমাদের দেশের জঙ্গল গুলোতে আসুন। ছোটা ভীমেদের সামনে একটু মুখোমুখি দাড়ান। আপনাকে বেশি কিছু করতে হবেনা। ওরা আপনার চোখে একবার চোখ রাখলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্ভ্রম আর সম্মান আপনা হতেই চলে আসবে আপনার মধ্যে। আর এই সম্মান আর সম্ভ্রমের পাঠ ছড়িয়ে দিন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যাতে তাদের হাত ধরে এই প্রাণীদের সাথে একটা সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হতে পারে আমাদের দেশে।

ছবি: অরণি মুখোপাধ্যায়

একটা কথা ভাবলে খুবই অবাক লাগে। আমাদের দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে সবুজের সমাবেশ। যতো বেশি তার বিস্তার, ততো কম তার প্রতি আমাদের পরিচর্যা। ভ্রমণপ্রিয় মানুষ যেভাবে পাহাড় আর সমুদ্রকে আপন করে নিয়েছে সেভাবে জঙ্গলকে ভালোবাসলে হয়তো আজ এত কথা বলে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন হতো না। খুব সংক্ষেপে বললে এটুকু বলতে হয় যে সবুজের ছত্রছায়া না থাকলে পাহাড় আর সমুদ্র হয়তো বা থাকবে তবে সেই

পাহাড়ে বরফ থাকবে না আর সমুদ্রে বালিয়াড়ির মাত্রা বাড়বে বই কমবে না। গুরুত্ব টা তাই একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

বিগত দেড় ঘণ্টাব্যাপী সময়ে ছোটা ভীমের সান্নিধ্যে এই যে এত কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল তা নেহাৎ অমূলক হয়তো না। যদিও মাঝের ৫-১০ মিনিট যখন সে আমার চোখে চোখ রেখে বসেছিল সেই মুহূর্তে বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পাওয়ার দরুন ওই সময়ের ভাবনা চিন্তা বলে বোঝাতে পারবো না। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি পেছনের পাহাড়ের ঢালে নেমে গেলো আর মহারাজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। ক্যামেরার শাটারের আওয়াজ বাড়তে থাকলো এক জ্বলে যাওয়া জঙ্গলের বুকে বিকেলের নিস্তব্ধতা কে ভেদ করে। উন্নততম মানব সভ্যতার প্রতিনিধিরা যেনো কতিপয় মন্ত্রমুগ্ধ পুতুল। আর সেই পুতুল নাচের শিল্পী ছোটা ভীম। সে যেইভাবে নাচাবে, তার রূপে পাগল, দর্শনে মুগ্ধ মানুষগুলো সেইভাবেই নাচবে। ধীর লয়ে সে এগিয়ে চললো গুহার দিকে সম্বার ভক্ষণে মনোনিবেশ

করতে আর দেখিয়ে গেলো কিভাবে 'আসলি মর্দ' এর উপাধি অর্জন করতে হয়।

অমিত মুখোপাধ্যায়, (মেটালার্জি) র পুত্র। কন্সট্রাকশন টেকনোলজির স্নাতোকত্তর। বর্তমানে বাংলাদেশের আশুগঞ্জে এ্যাফকনসে কর্মরত

অ্যালবাম -৩ | সুশান্ত ঘোষ

জলিবয় আইল্যান্ড, আন্দামানে সূর্যাস্ত। ২০১৭ সালে তোলা ছবি

মেকানিক্যাল। ২০২০ তে NTPC থেকে অবসর নিয়ে কলকাতার পাশেই নরেন্দ্রপুরে বসবাস।, একমাত্র কন্যা শ্রেতা, বিবাহিত, নিউ জার্সি-তে MS পড়ছে।

সবিনয় নিবেদন | Trivia

1. আপাতত ম্যাগাজিনটি www.archive.org তে আপলোড করা হবে, যতদিন না কোনো ভালো বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে। www.archive.org থেকে যে কোন সময় ম্যাগাজিনটি ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে।
2. বি কলেজ ১৯৮২ ব্যাচের প্রাক্তনীরা এবং তাদের পরিবারের লোকজন এখানে তাদের লেখা-ছবি পাঠাতে পারবে।
3. গল্প, গদ্য, কবিতা, ক্যামেরায় তোলা ছবি, স্ক্যান করা চিত্রকর্ম, রেসিপি গ্রহণযোগ্য। লেখার ক্ষেত্রে, সীমা ২০০০ শব্দ।
4. আপাতত ইংরেজি এবং বাংলায় লেখা গ্রহণ করা হবে
5. ফটো JPEG ফরম্যাটে, সর্বাধিক 2.5 MB মাপের, পাঠাতে হবে।
6. ফোটোর ক্ষেত্রে, দু-এক বাক্যে বিবরণ দিতে হবে। ব্যবহৃত ক্যামেরা, লেন্স ইত্যাদি জানালে ভালো হয়।
7. লেখা/ছবি র সঙ্গে, একটা সেলফি আর পাঁচ বাক্যে একটা পরিচিতি পাঠাতে হবে। পরিবার/ বর্তমান নিবাস/ শেষ/ বর্তমান কর্মস্থল ইত্যাদি
8. যাবতীয় লেখা ছবি একমাত্র ইমেইলের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রাক্তনীদেরই ইমেল

করতে হবে। ইমেল আইডি bec82alumni@gmail.com. MS Word বা Google Doc ফাইলে লেখা জমা দিতে হবে

9. যেহেতু বাংলা লেখার ক্ষেত্রে, ফন্ট অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে, তাই সাধারণত যে কোনো, ইউনিকোড ফন্টে বা Solaimanlipi বা Kalpurush ফন্ট ব্যবহার করতে। হবে এই ফন্ট গুলো ডাউনলোড করা যাবে https://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html
10. যেকোনো লেখা, সম্পাদকীয় টিমের বিবেচনায় বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে হলে, তার সম্পাদনা বা গ্রহণ-বর্জনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পাদকীয় টিম নেবে
11. ই-ম্যাগাজিন প্রকাশের অন্তর দ্বিতীয় সংখ্যার পর থেকে ঠিক করা হবে

---

1. The magazine will be initially uploaded in www.archive.org till a better accessible and archival alternative is available. The magazine as pdf can be downloaded any time.
2. BEC 82 batch-mates and their next-of-kin will only be eligible for contributing in the magazine.
3. Stories, Prose, Poetry, Photos, Scanned Paintings, Recipes will be in general,

considered for publication. Maximum word limit for text entries will be 2000 words.

4. Contributions will be either in English or Bengali.
5. Photos will be submitted in JPEG format with maximum 2.5 MB file size.
6. All photos must accompany short text on behind-the-shoot-story and if possible details about the Camera, Lens used.
7. All submissions, text or photo, must accompany one selfie, and a five sentence (maximum) who-am-l write up with details about family/present location/ last/present professional engagement.
8. Contributions to be sent as attachment through E-mail to bec82alumni@gmail.com. No other mode of submission will be accepted.
9. All submissions must be submitted in MS Word or Google Doc file format.
10. For Bengali documents, since font compatibility may be an issue, Bengali Unicode Fonts , Solaimanlipi or Kalpurush will be preferred. These fonts can be downloaded from https://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html

11. In case of entries, which as per editorial team may raise controversies, decision of the editorial team on editing or discarding the entry will be final.
12. Periodicity of the publication may be finalized after second issue.

নজরটান | Highlights

New Executive Committee of BEC 1982 Alumni Association

The new Executive Committee has been elected recently through nominations sent by batch mates to President of the outgoing committee.

Members of Executive Committee :

1. Shri Partha Majumder :President
2. Sk Khairul Basar :Vice President
3. Shri Abhijit Gupta :Joint Secretary
4. Shri Kausik Sengupta :Joint Secretary
5. Shri Shaktimoy Goswami :Joint Treasurer
6. Shri Sujit Ranjan Maity :Joint Treasurer
7. Shri Samrat Majumdar :Member
8. Shri Indra Nath Sinha :Member
9. Shri Samir Bhoumik :Member
10. Shri Subir Bhaumik :Member
11. Shri Sudip Mazumder :Member

Recently, a process has been initiated by the new Executive Committee to get the the BEC 1982 Alumni Association registered . The registration is a complex process, but once formalised, will help us to regularise and bring more transparency in our activities in coming days and the decision

came out of difficulties faced in recent past & complying statutory obligation.

Name of the Association (proposed for registration): BE College Birashi Alumni Welfare Association (BECBAWA)

(Note: No numerical is allowed in name for registration)

Due to pandemic situation we are facing now, activities of association will be restricted.